শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

সমর্পণ

মিউজিক
শয়তানের সুর

মিউজিক : শয়তানের সুর

মূল

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

অনুবাদক

মুহাম্মাদ ইউসুফ শাহ

মিউজিক : শয়তানের সুর

ISBN : 978-984-8041-74-1

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২০

উৎস-নির্দেশ : আসাদ আফরোজ

প্রচ্ছদ : শরিফুল আলম

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবদুল্লাহ আল মারুফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই :
বই কারিগর, ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

অনলাইন পরিবেশক :
রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৪৭ টাকা

প্রকাশক : রোকন উদ্দিন
সমর্পণ প্রকাশন
৩৪, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
www.somorpon.com
facebook.com/somorponprokashon

সূচিপত্র

লেটেস্ট 'ইসলামিক' সিডি!

'প্রিয় মামণি! মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য হিজাবটা একটু পরবে?

প্লিজ, মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য?'

মেয়ের প্রতি মায়ের করুণ আকুতি।

ওদিকে, মাত্র আট বছরের মেয়ের চোখে দ্রোহের আগুন! মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে মা ক্লান্তি বোধ করল।

'নাহ, এটা খুবই পচা দেখতে! আমার গোলাপি প্যান্টের সাথে ম্যাচিং হয় না!' কথাগুলো বলতে বলতে আট বছরের বালিকা রাশা লেদার সোফার এক কোনায় হেলে পড়ল। এরপর কিছুক্ষণ মা-মেয়ের পাল্টাপাল্টি যুক্তিতর্ক চলতে লাগল।

আমি অসহায়ের মতো দেখছিলাম। বাবা-মা'র চোখে বিব্রত চাহনি।

দৃশ্যটা কয়েক মুহূর্তের জন্য আমাকে থমকে দিল। এতটুকু ছোটো মেয়ে, অথচ কী তার জেদ!

'শরীর ঢাকার হিজাব'-কিন্তু কিছুতেই পরবে না! শেষমেশ বাবা একটি উপহারের লোভ দেখিয়ে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য রাজি করাতে পারলেন! বাবা যখন বলল, 'এটা পরলে আমি তোমাকে নতুন খেলনা কিনে দেব', তখনই মেয়েটার চোখে আনন্দের ঝিলিক দেখা গেল।

বাবার বাহু জড়িয়ে আদুরে কণ্ঠে মৃদু আওয়াজে বলল, 'আচ্ছা বাবা, আমাদের

মেহমানও কি আমাদের গাড়িতে যাবে? তা হলে আমি উনাকে সামি' ইউসুফের নতুন সিডিগুলো দেখাব।' মেয়েটা আমার দিকে ইঙ্গিত করল।

এরা আমার পরিবারের পুরোনো বন্ধু। অনেক বছর দেখা হয়নি। আজ দেখতে এসেছি। তাদের অবস্থা দেখে বিমর্ষ হলাম। পশ্চিমা মুসলিম-সমাজের চতুর্দিকে যেসব ফিতনার ছড়াছড়ি তা আমার বন্ধুর পরিবারকেও স্পর্শ করেছে।

কিছুক্ষণ পর তাদের দ্বীনদারিতার আরও কিছু অদ্ভুত বিষয় চোখে পড়ল। বছর পাঁচেক আগে যখন শেষবার এসেছিলাম, তখন এই দম্পতিকে পুরোপুরি ইসলামি পোশাকে দেখেছিলাম। অন্তত পোশাকে কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ ধারণকারী ছিল।

আর আজকে তারা মর্টগেজ (সুদী বন্ধক) নিয়েছে। পশ্চিমা সমাজের চালচলনের সাথে নিজের ছেলেমেয়েদের মানানসই করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অবাক করার বিষয় হলো, তাদের কাছে এগুলো বেশ স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে।

সবশেষে, বন্ধুর পরিবারের সাথে ডিনারের উদ্দেশ্যে গাড়িতে চড়লাম। গাড়িতে বসতেই স্পিকারে অ্যারাবিয়ান মিউজিক বেজে উঠল। গান-বাজনার মাঝে দু-একটা যিক্‌রের শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম! এটাই নাকি লেটেস্ট 'ইসলামিক' সিডি! আমার পাশে বসা আট বছরের ছোট্ট মেয়েটি মিউজিকের তালে তালে কোমর দোলাতে লাগল!

ততক্ষণে আমি কারণটা ধরতে পারলাম। এটাই তা হলে এই ছোট্ট মেয়েটির অন্তর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা মুছে দিচ্ছে। ইসলাম থেকে দূরে কোথাও টেনে নিচ্ছে। কানে-মুখে যিক্‌রের শব্দ, কিন্তু ছোট্ট মেয়েটি টিভির বেপর্দা নগ্ন নারীদের মতো চলতে চাচ্ছে।

গাড়ি চলছে ডিনারের গন্তব্যে, আর আমি ভাবছিলাম মেয়েটির গন্তব্যের কথা। এই 'সংশয়গ্রস্ত-ইসলাম' এর শেষ পরিণতি কী? কোনটা ইসলামি কোনটা অনৈসলামি—মেয়েটা জানেই না! একটু আগে হিজাব না পড়ার বিষয়টি আমাকে মোটেও অবাক করল না।

কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম)-এর যুগে কল্পনা করলাম। তিনি সাবধানবাণী জানিয়ে গেছেন, "অবশ্যই অবশ্যই আমার পরে এমন কিছু লোক আসবে, যারা বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনাকে হালাল মনে করবে।"[১]

ঘোর কাটতেই চোখের সামনে সেই দৃশ্যের বাস্তবতা দেখতে পেলাম।[২]

[১] বুখারি, ৫৫৯০।
[২] শুরুর এই কথাগুলো শাইখের জনৈক ছাত্রের লেখা।

মিউজিক : শয়তানের আওয়াজ

নিঃসন্দেহে শয়তান যেসব মন্দকে সুশোভিত ও মনোরম করে উপস্থাপন করে, মিউজিক ওগুলোর মধ্যে অন্যতম।

গান-বাজনা শ্রবণ করা এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যে হারাম, তা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এর ওপর উম্মাহর ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১) কুরআন হতে দলীল

ক) কুরআনের প্রথম দলীল

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

'একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে **অবান্তর কথাবার্তা** সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।'[৩]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, "এ আয়াতে 'অবান্তর কথাবার্তা' (لَهْوَ الْحَدِيثِ) বলে গান-বাজনা ও অন্যান্য মন্দকে বোঝানো

---

[৩] সূরা লুকমান, ৩১ : ৬।

হয়েছে।”[৪]

এমনিভাবে জাবির, ইকরিমা, সাঈদ ইবনু জুবাইর, মুজাহিদ, মাকহূল, আমর ইবনু শুআইব এবং আলি ইবনু নাদীমা (রহিমাহুমুল্লাহ) থেকেও এই একই ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

হাসান বসরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছে।'[৫]

আবদুর রহমান সা'দি (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখিত শব্দের ব্যাখ্যায় যাবতীয় অশ্লীল কাজকর্ম, অনর্থক কথাবার্তা, গীবত, চোগলখুরী, গালি-গালাজ, মিথ্যা, কুফর, ফিস্‌ক, পাপাচার, অবৈধ খেলাধুলা, গান-বাজনা ও সব রকমের বাদ্যযন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৬]

ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “সাহাবি ও তাবিয়িদের ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, এই আয়াতে 'অবান্তর কথাবার্তা' বলে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে।”

ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসউদ ও ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বিশুদ্ধ সনদে এই ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

আবুস সাহবা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমি এই আয়াত সম্পর্কে ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, “আল্লাহর কসম করে বলছি, এর মাধ্যমে কেবলমাত্র গান-বাজনাকেই বোঝানো হয়েছে।” কথাটি তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন।'[৭]

সুতরাং, এবার চারপাশে চোখ মেলে তাকান, কী দেখতে পাচ্ছেন?

কে যিনা-ব্যভিচারের পথ তৈরি করে দেয়? ইসলাম থেকে দূরে সরায়?

মিউজিক...
এটা অন্তরে নিফাকের বীজ বপন করে, শিরকের বীজ বপন করে। মানুষ

---

[৪] তাবারি, আত-তাফসীর, ২০/১২৭-১২৮।
[৫] ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩/৪৫১।
[৬] সা'দি,তাফসীর ৬/১৫০।
[৭] ইবনুল কাইয়িম, ইগাসাতুল লাহফান, ১/২৪০।

[illegible] হয়, আসক্ত হয়, তখন এটা অন্তরের মধ্যে [illegible] গান-বাজনার প্রতি যত বেশি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, [illegible] তত বেশি দূরে সরে যায়।

[illegible] '... এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।'[৮]

[illegible] কুরআনের পরিবর্তে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মেতে ওঠে।

খ) কুরআনের দ্বিতীয় দলীল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ۝ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

'আল্লাহ (শয়তানকে) বললেন, ঠিক আছে, তুমি যাও। এদের মধ্য থেকে যারাই তোমার অনুসরণ করবে, তুমি-সহ তাদের সবার জন্য জাহান্নামই হবে পূর্ণ প্রতিদান। তুমি যাকে যাকে পারো তোমার **আওয়াজের মাধ্যমে** বিভ্রান্ত করো। তাদের ওপর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ চালাও। ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের সাথে শরীক হয়ে যাও। এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতির জালে আটকে ফেলো। আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।'[৯]

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "এখানে ব্যবহৃত 'আওয়াজ' শব্দের দ্বারা বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য মন্দ বিষয়াদিকে বোঝানো হয়েছে।"

ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতাপূর্ণ কথা বলে এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে, যেমন : বাঁশি, নিষিদ্ধ জাতের দফ, ঢোল-তবলা ইত্যাদি এগুলো হলো শয়তানের আওয়াজ।'[১০]

---

[৮] সূরা লুকমান, ৩১ : ৬।

[৯] সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৬৩-৬৪।

[১০] ইবনুল কাইয়িম, ইগাসাতুল লাহফান, ১/২৫৫-২৫৬।

গ) কুরআনের তৃতীয় দলীল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٩) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (٦٠) وَأَنتُمْ سَامِدُونَ

'তা হলে কি এসব কথা শুনেই তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করছ? হাসছ, কিন্তু কাঁদছ না? বরং তোমরা **খেল-তামাশায়** লিপ্ত রয়েছ!'[১১]

ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, "সুফইয়ান সাওরি (রহিমাহুল্লাহ)-এর পিতা ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, '(সূরা নাজমের ৬১ নম্বর) আয়াতে ব্যবহৃত 'খেল-তামাশা' (سامدون) শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, গান-বাজনা। এটি ইয়ামানি শব্দ। যেমন 'ইসমিদ লানা' (اسمد لنا)-এর অর্থ হলো, আমাদের জন্য গান গাও।" ইকরিমা (রহিমাহুল্লাহ)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[১২]

২) সুন্নাহ হতে দলীল

ক) প্রথম হাদীস

আবূ মালিক আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমার উম্মতের মাঝে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা যিনা-ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।"[১৩]

এই হাদীসে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে মিউজিক হারাম হওয়ার বিষয়টি ফুটে উঠেছে :

১. রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তারা একে হালাল মনে করবে। অর্থাৎ এটি হারাম, কিন্তু মনে করবে হালাল। সুতরাং এই

---

[১১] সূরা নাজম, ৫৩ : ৫৯-৬১।
[১২] ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৭/৪৬৮।
[১৩] বুখারি, ৫৫৯০।

হাদীসের মাধ্যমে উল্লেখিত প্রত্যেকটি বিষয় (যিনা-ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্র) হারাম হওয়ার ব্যাপারটি প্রমাণিত।

২. রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাদ্যযন্ত্রকে সেসব বিষয়ের সাথে একত্রে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো নিঃসন্দেহে ও সুস্পষ্টভাবে হারাম। যেমন, যিনা-ব্যভিচার এবং মদ। যদি গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র হারাম না হতো, তা হলে তিনি অন্যান্য হারাম বিষয়ের সাথে একত্রে উল্লেখ করতেন না।[১৪]

যদি মিউজিক হারাম হবার পক্ষে দলীল হিসেবে আর কোনো হাদীস নাও থাকত, তবুও এই একটি হাদীসই যথেষ্ট হতো।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এই হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে, সকল ধরনের বাদ্যযন্ত্র (المعازف) হারাম।' এরপর তিনি তাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা ইসলামের নামে গান-বাজনা করে ও বাদ্য শোনে। তিনি বলেছেন, 'জেনে রাখুন, ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপ, সিরিয়া, ইয়ামান, মিশর, ইরাক কিংবা খোরাসানের কোথাও এমন কোনো ধর্মীয় ব্যক্তি বা ইবাদাতকারী দেখা যায়নি, যারা দফ, হাততালি বা বাঁশি সহকারে গান-বাজনা শোনার জন্য একত্র হতো। এগুলোর প্রচলন ঘটেছে তাদের পরে, দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে। পরে যখন শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ এগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন, তখন তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।' তিনি আরও বলেছেন, 'কেউ যদি কারও বাদ্যযন্ত্র ভেঙে দেয়, তা হলে তার ওপর কোনো জরিমানা আসবে না।'[১৫]

খ) দ্বিতীয় হাদীস

নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেয়ে তার দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর তিনি রাস্তা থেকে দূরে সরে গিয়ে আমাকে বললেন, "হে নাফি', তুমি কি এখনও কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছ?" আমি বললাম, 'না।' তখন তিনি তাঁর কান থেকে আঙুল বের করে বললেন, "একদিন আমি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন তিনিও বাদ্যের শব্দ

[১৪] আলবানি, বাদ্যযন্ত্রের হুকুম : হাদীসের অপব্যাখ্যার সংশোধন, ১/১৭৬।
[১৫] ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমূউল ফাতাওয়া, ১১/৫৩১-৫৩৫; ১১/৫৬৯।

[illegible] [১৮]

কিছু লোক দাবি করে এই হাদীস নাকি বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়ার দলীল নয়। তারা বলে, যদি তাই হতো তবে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের কানে আঙুল ঢোকানোর পাশাপাশি ইবনু উমরকেও তা করতে বলতেন। আর ইবনু উমর নাফি'কেও তা করতে বলতেন।

এই সংশয়ের জবাব :

([illegible]) সামাউন এবং ([illegible]) ইসতিমাউন শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সামাউন অর্থ অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো আওয়াজ শোনা। আর ইসতিমাউন অর্থ ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ্যযন্ত্র বা কোনো কিছুর আওয়াজ শোনা, অথবা এমন মজলিসে যাওয়া যেখানে বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। এখানে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ইবনু উমর কিংবা নাফি' কেউই ইচ্ছাকৃতভাবে সেই বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শোনেননি।

ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যখন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে শোনে না, সেটা হারাম না হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত আলিম একমত। সুতরাং শাস্তি কিংবা পুরস্কার নির্ধারিত হবে 'ইসতিমাউন' ও 'সামাউন'-এর ভিত্তিতে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন শুনবে, সে পুরস্কার পাবে। এটা ইসতিমাউন। আর যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে (অন্যমনস্ক হয়ে) ঘটনাচক্রে শুনে ফেলবে, সে কোনো পুরস্কার পাবে না। কেননা আমলের ফলাফল নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত। তেমনিভাবে, অনিচ্ছাকৃত ও অনাগ্রহের সাথে গান বা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনলে তা কোনো ক্ষতির কারণ হবে না।' [১৯]

ইবনু কুদামা মাকদিসি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) ইচ্ছাকৃতভাবে শোনেননি। তিনি শুধুমাত্র সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ও সেখান থেকে চলে যান। যদি সেখানে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শেষ না হতো, তা হলে তিনি ফিরে আসতেন না এবং আঙুল কান থেকে বের করতেন না। সুতরাং, সেই মুহূর্তে রাসূলকে জানানোর জন্য ইবনু উমর নিজ কানে আঙুল প্রবেশ করাননি, যেন তিনি

[১৮] আবু দাউদ, ৪৯২৪, সহীহ।

[১৯] ইবনু তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া, ১০/৭৮।

রাসূলকে জানাতে পারেন—বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ থেমে গেছে।'[১৮]

গ) তৃতীয় হাদীস

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাত ধরে তাঁর ছেলে ইবরাহীমকে দেখতে গিয়ে দেখলেন, সে খুব অসুস্থ। তখন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং কাঁদলেন। আবদুর রহমান ইবনু আউফ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের কাঁদতে নিষেধ করেন অথচ আপনি নিজেই কাঁদছেন?' তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে (এ ধরনের) কান্নাকাটি করতে নিষেধ করিনি। দুটো বেকুফি ও বাজে আওয়াজ করতে নিষেধ করেছি—একটি হলো বিপদের সময় বিলাপের আওয়াজ, যাতে গালে থাপ্পড় মারা হয় ও জামা ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং আরেকটি হলো শয়তানের সেই আওয়াজ, যাতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।"[১৯]

৩) গান-বাজনার ব্যাপারে ইমামগণের মতামত

ক) হানাফি মাযহাব

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর মাযহাব সবচেয়ে কঠোর। ইমাম আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর ছাত্ররা সুস্পষ্টভাবে বাদ্যযন্ত্র হারাম ঘোষণা করেছেন এবং যারা গান-বাজনা শোনে তাদেরকে ফাসিক ঘোষণা করেছেন ও তাদের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। এমনকি অনেকে বলেছেন, 'গান-বাজনা শোনা ফাসিকি এবং উপভোগ করা কুফরি।' যদিও এই উক্তির সমর্থনে তারা মুরসাল হাদীস পেশ করেছেন।[২০]

তারা আরও বলেছেন, 'কোনো জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় গান-বাজনা শুনতে

[১৮] ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, ১০/১৭৩।

[১৯] তিরমিযি, ১০০৫; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৪/৪৩; বাইহাকি, আল কুবরা ৪/৬৯; সহীহ।

[২০] তাবিয়িদের থেকে বর্ণিত হাদীসকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

পেলে, না শোনার চেষ্টা করতে হবে।'

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "যদি কোনো বাড়ি থেকে গান-বাজনার আওয়াজ শোনা যায়, তবে সেখানে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। কারণ সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ ফরয। এক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণ করতে গেলে লোকেরা সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধের এই ফরয বিধান পালন করতে পারবে না।"

'কেউ যদি প্রতিনিয়ত গান বাজাতেই থাকে, তা হলে শাসক তাকে আটকও করতে পারে বা চাবুকও মারতে পারে।'[২১]

খ) মালিকি মাযহাব

যারা ঢোল-তবলা ও বাঁশি বাজায় তাদের ব্যাপারে ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'তাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় এগুলো উপভোগ করা যাবে কি না?' তিনি বললেন, "ওইসব মজলিস থেকে অবশ্যই উঠে যেতে হবে। তাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। তবে কেউ যদি খুবই জরুরি কোনো কারণে সেখানে বসতে বাধ্য হয় এবং সেখান থেকে উঠে যেতে অপারগ হয়, তা হলে ভিন্ন কথা। আর যদি চলতি পথে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনতে পায়, তবে দ্রুতগতিতে সামনে বা পিছনে চলে যেতে হবে।"[২২]

তিনি বলেছেন, "গান-বাজনা ফাসিকদের কাজ।"[২৩]

ইবনু আবদিল বার্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "আলিমগণ যেসব বিষয় নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে একমত হয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে সুদ, পতিতাবৃত্তি, বিলাপের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ, যারা ভবিষ্যৎ জানার দাবি করে ওইসব গণক-জ্যোতিষীদের দেওয়া খবর, বাদ্যযন্ত্র এবং সব রকমের অনর্থক কাজ।"[২৪]

---

[২১] ইগাসাতুল লাহফান, ১/২২৭।
[২২] কাইরাওয়ানি, আল-জামি', ২৬২-২৬৩।
[২৩] কুরতুবি, আত-তাফসীর, ১৪/৫৫।
[২৪] আল-কাফি, ৩৪২।

গ) শাফিয়ি মাযহাব

ইমাম শাফিয়ি (রহিমাহুল্লাহ)-এর ছাত্ররা এবং তাঁর মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে যাঁদের প্রকৃত ইলম ছিল, তাঁরা সকলেই সুস্পষ্টভাবে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রকে হারাম ঘোষণা করেছেন। গান-বাজনাকে যারা হালাল মনে করে, ইমাম শাফিয়ি তাদের মত খণ্ডন করেছেন। তিনি কখনোই গান-বাজনাকে হালাল বলেননি। যে ব্যক্তি বেশি বেশি গান-বাজনা শোনে, সে 'প্রকৃত নির্বোধ'। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[২৫]

'কিফায়াতুল আকবার' এর লেখক শাফিয়ি মাযহাবের একজন আলিম। তিনি বলেছেন, "বাদ্যযন্ত্র এমন একটি মন্দ বিষয়, যা নিষিদ্ধ করতে হবে। যারাই কোনো বাদ্যযন্ত্র দেখবে বা (এর আওয়াজ) শুনতে পাবে, তারা এই মন্দকে নিষেধ করবে।" তিনি বলেছেন, "এক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যক্তি খেয়ালখুশির অনুসারী কোনো আলিমের সাথে থাকে কিংবা ফকিরদের (সুফিদের তখন এই নামে ডাকা হতো) সাথে থাকে, তবুও এই বাধ্যবাধকতা রহিত হয় না। কেননা এরা অজ্ঞ ও প্রত্যেকেই ভ্রান্ত মতের অনুসারী। এরা কখনও ইলমের আলো অনুসরণ করে না বরং বাতাস যেদিকে বয়, সেদিকে ঝুঁকে পড়ে।"[২৬]

ঘ) হাম্বলি মাযহাব

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)-এর পুত্র আবদুল্লাহ তার পিতাকে গান-বাজনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তার পিতা উত্তরে বলেন, "এটি অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে; আমি এটি অপছন্দ করি।" এরপর তিনি ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর উক্তি উল্লেখ করে বলেন, "শুধুমাত্র ফাসিকরাই[২৭] এটা করে।"[২৮]

ইবনু কুদামা (রহিমাহুল্লাহ) হাম্বলি মাযহাবের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় একজন ইমাম। তিনি বলেছেন, "তার দিয়ে নির্মিত বাদ্যযন্ত্র, শিঙা, বাঁশি, ঢোল-তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র হারাম। যারা এগুলো শোনে, তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত।"[২৯]

---

[২৫] ইগাসাতুল লাহফান, ১/২২৭।
[২৬] কিফায়াতুল আকবার, ২/১২৮।
[২৭] ক্রমাগত কবিরা গুনাহকারী।
[২৮] ইগাসাতুল লাহফান, ১/২৩০।
[২৯] আল-মুগনি, ১০/১৭৩।

এরপর তিনি বলেছেন, "বিয়ে-শাদির দাওয়াতে উপস্থিত হয়ে যদি বাদ্যযন্ত্র ও মদের মতো হারাম বস্তু দেখতে পাও আর সেগুলো থামানোর সক্ষমতা থাকে, তা হলে থামাবে। অন্যথায় সেই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে সেখান থেকে চলে আসবে।"[৩০]

ঙ) ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার অভিমত

চার মাযহাবের ইমামগণের মতো তিনিও সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, সমস্ত বাদ্যযন্ত্র হারাম। কেননা, সহীহ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যারা বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে, তাদের একদলকে বানর-শুকরে রূপান্তরিত করা হবে।"[৩১]

তিনি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন, চার ইমামের অনুসারীদের কেউই এ বিষয়ে দ্বিমত করেননি।[৩২]

ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) আরও বলেছেন, "বাদ্যযন্ত্র অন্তরের মদ। মদের মতো এটিও অন্তরে নেশা সৃষ্টি করে।"[৩৩]

চ) অন্যান্য আলিমদের অভিমত

ইমাম তাবারি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "সকল স্থানের আলিমগণ একমত হয়েছেন যে, গান-বাজনা অপছন্দনীয়[৩৪] ও পরিত্যাজ্য।" আবুল ফারজের উক্তি উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, "আমাদের মাযহাব হতে কাফফাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যারা গান-বাজনা ও নৃত্যে অংশ নেয় বা শ্রবণ করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এগুলোর কোনো অনুমতি নেই।' সুতরাং আমি বলব, যখন প্রমাণিত হলো, এসব কাজ হারাম তখন এসব কাজের বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ করাও হারাম হবে।[৩৫]

[৩০] আল-কাফি, ৩/১১৮।

[৩১] বুখারি, ৫৫৯০।

[৩২] মাজমূউল ফাতাওয়া, ১১/৫৭৬। ইবনু তাইমিয়্যা বুঝিয়েছেন, মাযহাবের শীর্ষ ইমামদের কেউ এ বিষয়ে তার সময় পর্যন্ত কোনো দ্বিমত করেননি।

[৩৩] মাজমূউল ফাতাওয়া, ১০/৪১৭।

[৩৪] পূর্ববর্তী কিছু কিছু আলিম 'মাকরূহ' পরিভাষা দিয়ে 'হারাম' জিনিস বোঝাতেন। তবে বেশিরভাগ আলিম মাকরূহ বলতে 'অপছন্দনীয়' কিছু বোঝাতেন। এখানে পরবর্তী উক্তি ও ব্যাখ্যা হতে সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তিনি একে 'অপছন্দনীয়' অর্থে 'মাকরূহ' বলেননি, বরং 'হারাম' অর্থে বলেছেন।

[৩৫] কুরতুবি, আত-তাফসীর, ১৪/৫৬।

কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'গান-বাজনা হলো ভ্রান্ত-বাতিল। আর ভ্রান্ত বাতিলের স্থান হলো জাহান্নাম!'[৩৬]

বিশিষ্ট তাবিয়ি হাসান বসরি (রহিমাহুল্লাহ)-ও গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়ার পক্ষে।[৩৭]

[৩৬] কুরতুবি, আত-তাফসীর, ১৪/৫২।
[৩৭] কুরতুবি, আত-তাফসীর, ১৪/৫২।

বাদ্যযন্ত্র ধ্বংসের ব্যাপারে আলিমগণের অভিমত

ক) ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "অধিকাংশ আলিমের মতে বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করা জায়েয।"এটা ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর মাযহাব এবং হাম্বলি মাযহাবের শীর্ষ দুজন আলিমের অভিমত। তিনি আরও বলেন, "বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করা জায়েয নয়।"[৩৮]

খ) ইবনু আবী শাইবা (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, "জনৈক ব্যক্তি আরেকজনের বাদ্যযন্ত্র ভেঙে দিল। এ বিষয়ে কাজীর কাছে বিচার এল। কাজী রায় দিলেন, বাদ্যযন্ত্রের মালিক কোনো ক্ষতিপূরণ পাবে না, কেননা এটি হারাম যন্ত্র, যার কোনো মূল্য নেই।"[৩৯]

গ) বাহায়ি (রহিমাহুল্লাহ) সমস্ত বাদ্যযন্ত্র হারাম ঘোষণা করে ফাতাওয়া জারি করেছিলেন। বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস না করে বিক্রি করাও নিষিদ্ধ বলেছেন। গান-বাজনার ক্ষেত্রে সেসব যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা যাবে না, তবে সেগুলো ভেঙে কাঠ বা ধাতব অংশ বিক্রি করা যেতে পারে।[৪০]

---

[৩৮] মাজমূউল ফাতাওয়া, ২২/১৪০।

[৩৯] ইবনু আবী শাইবা, মুসান্নাফ, ৫/৩৯৫।

[৪০] শারহুস সুন্নাহ, ৮/২৮।

ব্যতিক্রম

অকাট্য দলীলের মাধ্যমে আমরা জানলাম, বাদ্যযন্ত্র হারাম। এরপরেও যদি কেউ একে হালাল দাবি করে, তাকে অবশ্যই প্রমাণ হাজির করতে হবে।

দফের[৪১] বিষয়টি ব্যতিক্রম। তবে দফের ক্ষেত্রে কোনো ধাতব আওয়াজ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদ ও বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানে এটিকে ব্যতিক্রম রেখেছেন।

যেহেতু তিনি দফের অনুমতি দিয়েছেন, তাই ঢোল-তবলা বা সমপর্যায়ের অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করাও হালাল—এ ধরনের অভিমত সঠিক নয়। তখনকার যুগেও ঢোল-তবলা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ছিল। আলিমগণ সুনির্দিষ্টভাবে সেগুলোকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এমনকি যেসব দফের একপাশে ধাতব অংশ আছে, সেগুলোর ব্যবহারও হারাম বলেছেন।

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন তাঁর কাছে গেলেন। তখন তাঁর সামনে অল্পবয়স্ক দুটো বালিকা দফ বাজাচ্ছিল। আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) ওদের ধমক দিলেন। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "ওদের ছেড়ে দাও, ধমক দিয়ো না। কেননা প্রত্যেক জাতির জন্যই একটি আনন্দের দিন থাকে, ঈদের দিন থাকে।"'[৪২]

এই হাদীস থেকে আমরা জানলাম, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দফের আওয়াজ শুনেছেন অর্থাৎ এটি হারাম নয়। সুতরাং পুরুষদের জন্য এর আওয়াজ শোনা হারাম নয়, যদিও তখনকার যুগে পুরুষরা কখনও এই বাদ্যযন্ত্র বাজাত না।

---

[৪১] দফ : এক মুখ খোলা ছোটো ঢোলবিশেষ, যা হাতে বাজানো হয়।

[৪২] বুখারি, ৯৮৭, ৩৯৩১।

যারা গান-বাজনা হালাল মনে করে তাদের কিছু ভ্রান্তি

১) তারা দাবি করে গান-বাজনার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো দুর্বল!

এর জবাব : এগুলো বিশুদ্ধ ও মজবুত সনদে বর্ণিত হাদীস। এমনকি কিছু হাদীস তো কুরআনের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ বুখারিতেও আছে! তবে এ-সংক্রান্ত কিছু দুর্বল হাদীসও আছে। কিন্তু অধিকতর বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে গান-বাজনা হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত, যার কয়েকটি একটু আগেই উল্লেখ করেছি।

অতীতের আলিমগণ সকলেই একমত হয়েছেন, বাদ্যযন্ত্র-সংক্রান্ত হাদীসগুলো সহীহ। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন ইমাম আবূ হামিদ গাযালি (রহিমাহুল্লাহ)। কিন্তু তিনি হাদীসের আলিম অর্থাৎ মুহাদ্দিস ছিলেন না। এ ছাড়া ইবনু হাযম (রহিমাহুল্লাহ) হালাল বলেছেন। কিন্তু তিনিও যদি হাদীসগুলোর ব্যাপারে অবগত হতেন, তবে গান-বাজনা হারাম হিসেবে গণ্য করতেন। আসলে (গান-বাজনা নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে বর্ণিত) নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো তাঁর কাছে পৌঁছেনি। (তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেছেন)।[৪৩]

[৪৩] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ২/৪৪২-৪৪৩।

২) অনেকে বলেন, গান-বাজনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হারাম নয়। যদি গান-বাজনার সাথে অন্যান্য হারাম বিষয় যুক্ত থাকে, তবেই হারাম!

দেখুন, অতিরিক্ত আরেকটি হারামের সাথে সংযুক্ত হলেই কেবল হারাম হবে, এটি একটি ভুল নীতি। এ নীতি অনুসারে তো মদের ক্ষেত্রেও বলা যায়– যদি মদের সাথে যিনা-ব্যভিচার বা বাদ্যযন্ত্রের সংযোগ না থাকে, তা হলে এটি হালাল। কেননা, এই সব কটিই তো হাদীসে একসাথে এসেছে! (তাই আলাদাভাবে এগুলো হারাম নয়, বরং একত্রে হারাম! এটা কি ঠিক হবে?)

তাদের উসূল অনুসারে আমরা বলতে চাই, বাদ্যযন্ত্রের সাথে মদ, যিনা কিংবা নিষিদ্ধ কোনো কিছু সংযুক্ত থাকা ছাড়া যদি এটা হারাম না হয়, তা হলে যিনা-ব্যভিচার বা মদ কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হারাম? হারাম হলে কেন?

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۝

"নিশ্চয় সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না। এবং মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করত না।"[৪৪]

যদি হারাম কোনো কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে হারাম প্রমাণিত হবার জন্য আরেকটি হারামের সাথে সংযুক্ত থাকতে হয়, তা হলে তাদের উসূল অনুসারে আমরাও তর্ক করে বলতে পারি, মিসকীন বা দরিদ্রকে অর্থ প্রদান না করলে আল্লাহর ওপর ঈমান না-আনা দোষের কিছু না। এবং এটি হারামও হবে না! (নাউযুবিল্লাহ!) বলাই বাহুল্য, এ ধরনের যুক্তি নিতান্তই হাস্যকর!

৩) অনেকে বলেন, গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র সূরা লুকমানের আয়াতে উল্লেখিত 'অবান্তর কথাবার্তা'র অন্তর্ভুক্ত নয়, কিংবা সেই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে গান-বাজনার কথা বোঝা যায় না!

এর জবাব : সাহাবায়ে কেরাম (রদিয়াল্লাহু আনহুম) ওই আয়াত থেকে গান-বাজনার কথা বুঝেছেন। এমনকি ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) এ ব্যাপারে তিনবার আল্লাহর নামে কসম করেছেন। পরবর্তী আলিমগণও এই

[৪৪] সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ৩৩-৩৪।

বিষয়ে একমত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করেছেন।

দেখুন, আমি-আপনি কী বুঝলাম, সেই ব্যাখ্যার ওপর কুরআন [illegible] নয়। কুরআনের একটি আয়াত আরেকটি আয়াতের ব্যাখ্যা, এরপর [illegible] রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস ও [illegible] (রদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর ব্যাখ্যা।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উসূল (নিয়ম) হলো, 'যখন সাহাবায়ে কেরাম (রদিয়াল্লাহু আনহুম) বলেন, "কুরআনের এই আয়াত থেকে এটা বোঝানো হয়েছে" অথবা "এই বিষয়ে এটাই নির্দেশনা" : তখন এটি حكم الرفع অর্থাৎ [illegible] রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখ-নিঃসৃত-বাণীর ন্যায় মর্যাদা রাখে।'

এর কারণ খুবই সহজ; সাহাবায়ে কেরাম (রদিয়াল্লাহু আনহুম) রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে না জেনে কোনো বৈধ বিষয়কে নিষিদ্ধ করবেন না। সাহাবাদের ব্যাপারে প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, "...এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন... ।"[৪৫]

সুতরাং, যদি তাঁদেরকে অনুসরণ না করি, তা হলে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। আমরা প্রশংসনীয় হতে পারব না। আর নিষ্ঠার সাথে তখনি তাঁদেরকে অনুসরণ করা সম্ভব, যখন আমরা তাঁদের ব্যাখ্যা অনুসারে ইসলাম অনুসরণ করব। অর্থাৎ সাহাবাদের ব্যাখ্যানুসারেই কুরআন বুঝতে হবে, আমাদের মনগড়া-ব্যাখ্যা অনুযায়ী নয়।

৪) অনেকে ঈদের দিনে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরে দুই বালিকার দফ বাজানোর বিশুদ্ধ হাদীসকে দলীল হিসেবে ব্যবহার করে বলতে চান—গান-বাজনা হালাল!

এর জবাব : দেখুন, সেখানে অপ্রাপ্তবয়স্ক দুজন বালিকার কথা বলা হয়েছে। এমনকি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-ও তখন একেবারে ছোটো ছিলেন। ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, 'তিনি গান-বাজনা ঘৃণা করতেন ও এগুলোকে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখতেন। এ ছাড়া (গান-বাজনার

[৪৫] সূরা তাওবা, ৯ : ১০০।

ব্যাপারে) আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর অন্য কোনো উক্তি আমাদের জানা নেই। এমনকি তিনি তার ভাতিজা কাসিম ইবনু মুহাম্মাদকে গান-বাজনা ঘৃণা করার শিক্ষা দিতেন। তিনি আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-র ছাত্র ছিলেন। কাসিমও গান-বাজনার বিরুদ্ধে মতামত উল্লেখ করেছেন।[৪৬]

উক্ত হাদীসের পরিস্থিতিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেদিন ছিল ঈদের দিন এবং বাদ্যযন্ত্রটিও ছিল দফ (একমুখ খোলা ছোটো ঢোলবিশেষ)। সুতরাং যদি কেউ শুধু ঈদ কিংবা বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানে দফ ব্যবহার করে, তবে সেটা সহ্য করা যায়। কেননা এটি ব্যতিক্রম পরিস্থিতি। এর বাইরে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রকে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত করতে হলে অবশ্যই দলীল-প্রমাণ হাজির করতে হবে।

৫) যারা গান-বাজনার প্রতি আসক্ত তারা বলে, সাহাবি ও তাবিয়িরাও নাকি গান-বাজনা শুনতেন!

এর উত্তরে আমরা ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর 'সহীহ' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখিত একটি উক্তির পুনরাবৃত্তি করতে চাই।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَ لَوْ لَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

> "সনদের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা ইসলামের একটি অংশ। যদি এটা না থাকত, তা হলে যার মনে যা আসত, যা কিছু ইচ্ছা হতো—সবই বলতে পারত।"[৪৭]

উপসংহার

সুতরাং, যারা নানা রকম বিভ্রান্তিকর দাবি উপস্থাপন করে তাদেরকে এই আলোচনার মাধ্যমে দলীল-প্রমাণ হাজির করার আহ্বান জানানো হলো। যদি তাদের দাবির পক্ষে দলীল না আনতে পারে, তা হলে অবশ্যই সেটা হারাম।

[৪৬] ইবনুল কাইয়িম, তালবীসু ইবলীস, ২২৯।
[৪৭] মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ, ২৮, ১/৩১৬।

(অবশ্য তারা দলীল আনতেও পারবে না।)

পরিশেষে চলুন, বিষয়টিকে যৌক্তিক দৃষ্টিতে দেখা যাক। যাঁরা [illegible] (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে দিন-রাত সাথি হিসেবে [illegible] তাঁরা ইসলামের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁদের আশেপাশের পরিবেশকে কেন্দ্র করে কুরআন নাযিল হয়েছে, তাঁরাই সর্বপ্রথম কুরআনের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছেন। আরবি ভাষার জ্ঞানে তাঁরাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ। তাঁদের ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে, ৭০০ বছর কিংবা ১৪০০ বছর পরের কোনো ব্যক্তির কথা আমরা গ্রহণ করতে পারি না, যাদের অনেকে হয়তো আরবি ভাষাও ঠিকমতো জানে না!

এই রচনার শুরুতে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। যখন দ্বীনি বিষয়ে অন্যায়ভাবে ছাড় দেওয়া হয়, তখন এ ধরনের ঘটনাই ঘটতে থাকে। আমি এই আলোচনায় কুরআন, সুন্নাহ ও আলিমগণের দলীল উপস্থাপন করেছি। এরপর বিরুদ্ধবাদীদের কিছু দলীলও উপস্থাপন করেছি। সালাফগণ ও পূর্ববর্তী যুগের অন্যান্য আলিমগণ গান-বাজনা সম্পর্কে কী বলেছেন এবং যারা গান-বাজনা শোনে, বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে, উৎপাদন করে—তাদের ব্যাপারে আলিমগণের উক্তি উল্লেখ করেছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর আনুগত্যে দৃঢ় রাখুন। আমীন।

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

	বই	লেখক	[illegible]
০১	হারিয়ে যাওয়া মুক্তো	শিহাব আহমেদ তুহিন	অনুপ্রেরণামূলক
০২	সংবিৎ	জাকারিয়া মাসুদ	[illegible]
০৩	অ্যান্টিডোট	আশরাফুল আলম সাকিফ	নাস্তিকদের অভিযোগের জবাব
০৪	সুবোধ	আলী আবদুল্লাহ	প্যারোডি
০৫	কারাগারে সুবোধ	আলী আবদুল্লাহ	প্যারোডি
০৬	সালাহউদ্দীন আইয়ুবী	শাইখ আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান (রহ.)	জীবনী
০৭	রৌদ্রময়ী	১৬ জন লেখিকা	জীবনঘনিষ্ঠ গল্প
০৮	বিশ্বাসের যৌক্তিকতা	ডা. রাফান আহমেদ	আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসের যৌক্তিকতা
০৯	হুজুর হয়ে হাসো কেন?	হুজুর হয়ে টিম	রম্যরচনা
১০	জীবনের সহজ পাঠ	রেহনুমা বিনত আনিস	জীবনঘনিষ্ঠ গল্প
১১	অন্ধকার থেকে আলোতে-১	মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার	নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের জবাব
১২	অন্ধকার থেকে আলোতে-২	মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার	নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের জবাব
১৩	কিয়ামুল লাইল	শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল	তাহাজ্জুদের গুরুত্ব
১৪	সবর ও শোকর	ইমাম ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রহ.)	আত্ম-উন্নয়নমূলক
১৫	ভ্রান্তিবিলাস	জাকারিয়া মাসুদ	নাস্তিকতাবাদের খণ্ডন

১৬	প্রদীপ্ত কুটির	আরিফুল ইসলাম	অনুপ্রেরণামূলক
১৭	অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়	ডা. রাফান আহমেদ	ইসলামের সৌন্দর্য ও নাস্তিক্যবাদের অসারতা
১৮	মানসাঙ্ক	ডা. শামসুল আরেফীন	ধর্ষণের কারণ ও সমাধান
১৯	ওয়াসওয়াসা : শয়তানের কুমন্ত্রণা	ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ (রহ.)	আত্ম-উন্নয়নমূলক
২০	চার বন্ধুর সমুদ্র অভিযান	আলী আবদুল্লাহ	কিশোর উপন্যাস
২১	বাতায়ন	মুসলিম মিডিয়া	সামাজিক সমস্যা ও সমাধান
২২	অংশু	হোসাইন শাকিল	নাস্তিকতাবাদের খণ্ডন
২৩	অসংগতি	আবদুল্লাহ আল মাসউদ	সামাজিক অসংগতি
২৪	বিপদ যখন নিয়ামাত	মূসা জিবরীল, আলি হাম্মুদা, শাওয়ানা এ. আযীয	অনুপ্রেরণামূলক
২৫	শেষের অশ্রু	দাঊদ ইবনু সুলাইমান আল-উবাইদি	তাওবার গল্প
২৬	তুমি ফিরবে বলে	জাকারিয়া মাসুদ	অনুপ্রেরণামূলক
২৭	ফী আমানিল্লাহ	হাফিজ আল-মুনাদি	দুআ ও রুকইয়া
২৮	রবের আশ্রয়ে	হাফিজ আল-মুনাদি	দুআ ও রুকইয়া
২৯	সন্ধান	হুজুর হয়ে টিম	সংশয় নিরসন
৩০	শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা	ড.আইশা হামদান	প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন)
৩১	অনেক আঁধার পেরিয়ে	জাভেদ কায়সার (রহ.)	অনুপ্রেরণামূলক
৩২	নবিজির পরশে সালাফের দরসে	ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রহ)	আত্ম-উন্নয়নমূলক ও অনুপ্রেরণামূলক
৩৩	অন্ধকার থেকে আলোতে-৩	মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার	নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের জবাব
৩৪	হোমো স্যাপিয়েন্স : রিটেলিং আওয়ার স্টোরি	ডা. রাফান আহমেদ	বিবর্তনবাদ ও বস্তুবাদের অসারতা
৩৫	ডাবল স্ট্যান্ডার্ড - ২	ডা. শামসুল আরেফীন	ইসলামের সৌন্দর্য ও ফেমিনিজমের অসারতা

৩৬	টাইম মেশিন	আলী আব্দুল্লাহ	কিশোর উপন্যাস
৩৭	তুমি ফিরবে বলে (বোনদের জন্যে)	জাকারিয়া মাসুদ	অনুপ্রেরণামূলক
৩৮	কুরআন বোঝার মজা	আবদুল্লাহ আল মাসউদ	আত্ম-উন্নয়নমূলক
৩৯	তিতিন	ফারহীন জান্নাত মুনাদী	উপন্যাস
৪০	হেসে খেলে বাংলা শিখি	শহীদুল ইসলাম	শিশুদের প্রাথমিক পাঠ
৪১	আল্লাহ আমার রব	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-১
৪২	ফেরেশতারা নূরের তৈরি	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-২
৪৩	আসমান থেকে এলো কিতাব	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-৩
৪৪	দুনিয়ার বুকে নবি-রাসূল	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-৪
৪৫	বিচার হবে আখিরাতে	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-৫
৪৬	তাকদীর আল্লাহর কাছে	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-৬
৪৭	মেঘপাখি	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	গল্পপ্রবন্ধ
৪৮	দরজা এখনো খোলা	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া	অনুপ্রেরণামূলক
৪৯	সিসাঢালা প্রাচীর	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া	আত্ম-উন্নয়নমূলক
৫০	কলবুন সালীম	মহিউদ্দীন রূপম	আত্ম-উন্নয়নমূলক
৫১	সন্তান গড়ার কৌশল	জামিলা হো	প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন)
৫২	মিউজিক : শয়তানের সুর	শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল	আত্ম-উন্নয়নমূলক
৫৩	হিজাব আমার পরিচয়	জাকারিয়া মাসুদ	অনুপ্রেরণামূলক
৫৪	ঈমান ধ্বংসের কারণ	শাইখ আবদুল আযীয তারীফি	ঈমান ভঙ্গের ১০টি কারণ
৫৫	মুমিনের জীবনে আল্লাহর ওয়াদা	মুহাম্মাদ ইউসুফ শাহ	আত্ম-উন্নয়নমূলক
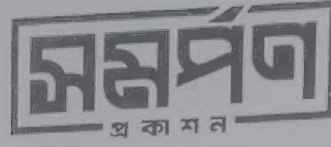
আমাদের প্রকাশিতব্য বইসমূহ

	বই	লেখক
০১	তারা ঝলমল	আরিফুল ইসলাম
০২	কষ্টিপাথর-২	ডা. শামসুল আরেফীন
০৩	আত্মার ওষুধ	ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.)
০৪	মনের মতো সালাত	ড. খালিদ আবূ শাদী
০৫	সন্তানের ভবিষ্যত	ড. ইয়াদ কুনাইবী
০৬	অলসতা: জীবনের শত্রু	ড. খালিদ আবূ শাদী
০৭	সালাফদের কান্না	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া
০৮	কষ্টিপাথর-৩	ডা. শামসুল আরেফীন
০৯	একান্ত আলাপে আয়িশা (রা.)	ড. ইয়াদ কুনাইবী
১০	আলিম চেনার উপায়	শাইখ আবদুল আযীয তারীফি
১১	কুরআন: জীবনের গাইডলাইন	ড. ইয়াদ কুনাইবী
১২	টুকরো হলো চাঁদ	শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী
১৩	হেসে খেলে বাংলা শিখি - ২ ও ৩	শহীদুল ইসলাম

চারপাশে চোখ মেলে তাকান। স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটি কিংবা রাস্তাঘাট, সর্বত্রই অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। এক উন্মাদ তরুণ প্রজন্ম আমাদের চোখের সামনে ঘুরঘুর করে। যাদের না আছে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য, না আছে কোনো প্ল্যান-পরিকল্পনা। এদের উদ্দেশ্য কেবল মজ-মাস্তি-এনজয়।

এই যে একটা উন্মাদ প্রজন্ম দেখতে পাচ্ছেন, এর পেছনে কে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে? যিনা-ব্যভিচারের পথ কে তৈরি করে দেয়? ইসলাম থেকে কে দূরে সরায়?

—মিউজিক

এটা অন্তরে নিফাকের বীজ বপন করে, শিরকের বীজ বপন করে। মানুষ যখন গান-বাজনার প্রতি আগ্রহী হয়, আসক্ত হয়, তখন এটা অন্তরের মদে পরিণত হয়। ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "বাদ্যযন্ত্র অন্তরের মদ। মদের মতো এটিও অন্তরে নেশা সৃষ্টি করে।"

(মাজমূউল ফাতাওয়া, ১০/৪১৭)

এই নেশার ঘোরের কারণে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। একজন মানুষের অন্তরে গান-বাজনার প্রতি যত বেশি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সে দ্বীনদারি থেকে তত বেশি দূরে সরে যায়। ইসলামকে সে আর হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে না। কুরআনের তিলাওয়াত শুনে মজা পায় না। নিফাকে জর্জরিত অন্তর থেকে একটা সময় আল্লাহর ভয় পুরোপুরি বিদায় নেয়। হারিয়ে যায় ঈমানের শেষ বিন্দুখানি।